চট্টগ্রাম সোমবার ২৭ জুন ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯।। ৩৭তম বর্ষ ১২৯ তম সংখ্যা।। ১৩ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।। ২৬ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরি।। Monday 27 June 2022।। ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৬ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ

স্মৃতির দর্পণে মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী

◆ ড. এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম ◆

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীকে তাঁর জীবনের শেষমুহূর্তে এক নজর দেখতে পেলাম না-এই ব্যর্থতা ভুলতে পারবো না। কারণ তার জীবনাবসানের আগের ৬ মাস আমি রাজশাহীতে অবস্থান করছিলাম। ৯০ বছর বয়সী এই ইসলামী চিন্তাবিদ, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, ২২ জুন, ২০১৯ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। আল-কুরআনের বাণী 'প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পরে তোমরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা আল-আনকাবুত ২৯:৫৭)

সবাইকেই যেতে হবে এ মায়াবী জগত ছেড়ে, কেউ দু'দিন আগে, কেউ দু'দিন পরে-এই যা তফাৎ। পৃথিবীতে কেউ আমরা চিরদিন থাকবো না। আমাদের চলে যেতে হবে। শুধু থাকবে রেখে যাওয়া কাজ-কর্ম। মাওলানা ছিলেন আমার কাছের মানুষ। পরিচয়ের দিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল খুবই ঘনিষ্ট। আর এই ঘনিষ্ঠতা হয় ২০০২ সাল থেকেই। এর পরে দেখেছি ২০১৭ সাল থেকে কর্মচাঞ্চল্যে আগের মত সজাগ সচল থাকতে পারেন নি। মৃত্যুর প্রায় ৬ মাস আগে আমি যখন চট্টগ্রামে তখন থেকেই টের পাচ্ছিলাম তিনি কেন জানি কথা কম বলছেন। কিছুটা চুপচাপ। আগের মত তার মুখের হাসি তার মধ্যে নেই। এজন্য আমিও নিজ অভ্যাসের বাইরে গিয়ে অনেকটা সংযতভাবে তাঁর সাথে ভাব বিনিময় করছিলাম। এরপর আমি রাজশাহী ফিরে যাই। দূরে রাজশাহী থাকাকালীনই হোক আর চট্টগ্রামে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময়ই হোক আমি সব সময় অনুভব করছিলাম মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী শুধু যেন বলতে চাচ্ছেন- না, আর না, এখানে থাকা/কাজ শেষ, আয়ুর বায়ু শেষ নিঃশ্বাস/ দ্বারপ্রান্তে দোলা দিল বলে/এসে চলে যাবার পালা চলছে তো চলছেই/আজ সে, কাল তুমি, তারপর আমি/আগেও হতে পারে-/সবাই আমরা আসা যাওয়ার কাতারে দাঁড়ানো/জানা অজানার দোটানায় সীমা অসীমার দোলনায়/কোথায় যে আমরা ফেরত যাই/ও অনন্ত আকাশ তোমার বুকে দাও নাকো ঠাঁই/এই পৃথিবীতে আমার টিকে থাকার ঠিকানা নাই। (এ.এ রেজাউল করিম চৌধুরী- ঈষৎ পরিবর্তিত)

ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার জীবনশেষে মানুষ চলে যায়। কিন্তু থেকে যায় তাঁর কর্ম। কর্ম-কৃতিত্বের ফলশ্রুতিতে কোন মানুষকে অপর মানুষ ভুলতে পারে না। মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী ছিলেন সৎ, লক্ষ্যে স্থির এবং গন্তব্যপথে স্বপ্রণোদিত ও অবিচল। যখন তিনি সুস্থ ছিলেন তখন তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়মের মধ্যে আবর্তিত হত। আমার মনে হয়েছে মাওলানা মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। তাই তার মনের ভাবনার সঙ্গে যেন মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির 'যখন আমার মৃত্যু আসবে' কবিতার কথাগুলো মিলে যায়- যখন আমার কফিন নিয়ে যাবে, তুমি কখনো এটা ভেবোনা-/আমি এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছি!/চোখ থেকে অশ্রু ফেলোনা, মুষড়ে যেওনা গভীর অবসাদে কিংবা দুঃখে-/আমি পড়ে যাচ্ছি না কোন অন্তহীন গভীর ভয়ংকর গর্তে!/যখন দেখবে আমার মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে, তুমি কেঁদোনা-/আমি কোথাও যাচ্ছি না, আমি কেবল পৌঁছে যাচ্ছি অনন্ত ধামে।/আমাকে যখন কবরে শোয়াবে, বিদায় বলো না-/জেনো, কবর কেবল একটা পর্দা মাত্র, এটি পেরোলেই স্বর্গ।/যখন তুমি শেষ বার নৈঃশব্দে ডুববে,/তোমার শব্দ ও আত্মা পৌঁছে যাবে এমন এক পৃথিবীতে/ যেখানে কোন স্থান নেই, সময় বলে কিছু নেই! (অনুবাদ: রেজা রিফাত, সংক্ষেপিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত)। আজ আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবার আগে এ জীবনে অনেক কিছুই করতে পেরেছেন মাওলানা। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসা ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর অবদানের কথা মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

২০০২ সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরের ঘটনা। রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ঢাকা এয়ারপোর্টে বসে আছি। সিলেটের একজন নামকরা ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছি। অপেক্ষমাণ তিন অপরিচিত ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিচয় দিয়ে বললেন, তাঁরা আমার সম্পর্কে জানেন। তাঁরা তিনজন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য- জনাব বদিউল আলীম, আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম, কাজী দীন মুহাম্মদ। পরিচিতি পর্ব শেষে তাঁরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হবার প্রস্তাব দিলেন। উত্তরে বললাম, আপনাদের ওখানেই লোক আছে, তাদেরকে প্রস্তাব দিন না কেন? কিন্তু তাঁরা বললেন কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা রাজশাহী এসে আমার সাথে আরো আলোচনা করবেন। কয়েকদিন পরে তাঁরা ঠিকই রাজশাহী এসে আমার সম্মতি প্রায় আদায় করে ছাড়লেন আর দাওয়াত দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিট করে আসার জন্য। পরে একসময় আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হয়। আগ্রাবাদ হোটেল থেকে আমাকে সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়া হল। আর এখানেই মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীর সাথে প্রথম দেখা হয়। সুন্দর, শান্ত ও সৌম্যমূর্তি চেহারার এক ভদ্রলোক। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের চেয়ারম্যান। তিনি আমাকে একটি নির্মাণাধীন ভবনের ২য় তলায় নিয়ে গেলেন এবং নানাবিষয়ে অবহিত করলেন। পরবর্তী ১৬/১৭ বছর (মাঝে ৪ বছরের গ্যাপসহ) তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে আসছি। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে ও বহদ্দারহাটের প্রাক্তন ছাত্রী ক্যাম্পাসে বেশ কিছুসংখ্যক ৫ থেকে ৯ তলা ভবন নির্মিত হয়। একবার মাওলানা সাহেব কেন্দ্রীয় মসজিদের নকশা, বিদেশী ডিজাইনার ও কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আমার সাথে পরামর্শের জন্য আমার অফিসে হাজির হন। অজুখানা, টয়লেট ইত্যাদির লোকেশন, দূরত্ব ও নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধার কথা বলে আমি ছিমত পোষণ করি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ নকশা প্রণয়ন করতে বলি। মাওলানা সাহেব আমার সাথে সহমত পোষণ করে সেই মোতাবেক নকশা ও কাজ করতে মত দেন। আজকের মসজিদ এই সিদ্ধান্তের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

শহর থেকে ২০ কি.মি. দূরত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে ছাত্র পরিবহনের সুবিধার জন্য ও IIUC Vision 2030 গ্রন্থে বর্ণিত যোগাযোগের জন্য ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত হয়। অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক পরিচিতির জন্য মন্ত্রী ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাওলানা সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রতিদিন ক্যাম্পাসে আসার পরপরই তিনি আমার সাথে দেখা করতেন, কুশল বিনিময় ও কিছুক্ষণ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষে নিজের কাজে চলে যেতেন। আমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিলে এমন জোড়ালো কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন তা শুধু শক্তিশালী মধ্যবয়সী ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের মত শোনাত। এজন্য বয়সে বড় হলেও প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতাম ৮৫ বছরের ইয়ংম্যান। এতে তিনি মুচকি হাসতেন। আগেই বলেছি ২০০২ সালে আমার সাথে মাওলানা সাহেবের প্রথম পরিচিতি। এর আগে মরহুমের কার্যকলাপ সম্পর্কে যা জেনেছি তা হচ্ছে- ১৯৭৮ সালে আরাকানের মুসলমানগণ নাসাকা বাহিনী ও বার্মিজ উগ্রবাদীদের নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশের টেকনাফ থানার আশে পাশে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদের সাহায্যে মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী এগিয়ে আসেন এবং রিলিফ কাজের নেতৃত্ব দেন। ঐ সময় তিনিসহ অন্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রামু-উখিয়া সীমান্তে রাবেতা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯১ সালে চট্টগ্রামের উপকূল হয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ বনী আদমের মৃত্যু হয় এবং অসংখ্য মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এসব দুর্গত মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামিক রিলিফ সংস্থা, মুসলিম এইড, ইসলামী সমাজকল্যাণ সমিতি ঢাকাসহ বহু দেশী বিদেশী এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত রিলিফ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল হেলাল আদর্শ কলেজ, সাতকানিয়ার মোজাদ্দেদে আলফে সানী একাডেমী, বাঁশখালী শিশুনিকেতন, কক্সবাজার রাবেতা হাসপাতাল, ইসলামী সেন্টার আনোয়ারা, ইসলামী সেন্টার ও আল ফারুক ট্রাস্ট বান্দরবান, ইসলামী সেন্টার রাঙ্গামাটি, ইসলামী সেন্টার খাগড়াছড়ি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ ছাড়া তাঁরই সহযোগিতায় রাঙ্গুনিয়া আলমশাহপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা, মিরসরাই মাতবরহাট মাদ্রাসা, লোহাগাড়া পদুয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার প্রধান ভবনসমূহ নির্মিত হয়। সাতকানিয়া আল হেলাল আদর্শ কলেজ, রাঙ্গুনিয়া আলমশাহপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা ও লোহাগাড়া পদুয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। চট্টগ্রাম দেওয়ান বাজারস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক একাডেমী মসজিদ কমপ্লেক্স প্রকল্পের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি উক্ত একাডেমীর চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আমৃত্যু অধিষ্ঠিত ছিলেন। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সহজ-সরল অন্তরের অধিকারী মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী সবার কাছে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। উন্নত জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি।

'মৃত্যু আসে পায় পায়, মৃত্যু আসে নিভৃত গোপনে, মৃত্যু আসে অলক্ষিতে, মৃত্যু আসে তিলে তিলে শ্রান্তি ম্লান সুপ্তির বন্ধনে'। (ফররুখ আহমদের কবিতা)। সবশেষে করুণাময় আল্লাহতায়ালার নিকট চট্টগ্রামের এই প্রবীণ আলেমেদ্বীন ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক মরহুম মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরীর মাগফেরাত কামনা করি।

ড. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম *সাবেক উপাচার্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।*

Ref: Dainik Purbokone, Date: 27 June 2022, Page: 2, Col: 2
https://www.edainikpurbokone.net/index.php?page=1&date=2022-06-27